দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

জিজ্ঞাসার আবর্তে এমপিওভুক্তদের বেতনস্কেল

১৫ ডিসেম্বর গেজেট জারির আগে থেকেই এমপিওভুক্তদের নতুন বেতনস্কেল প্রাপ্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা ঘুরপাক খাচ্ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২২ ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপনে নিশ্চিত করে। তাঁরাও জুলাই ২০১৫ থেকেই বেতনস্কেল পাবেন। প্রজ্ঞাপনের '... সার্বিকভাবে পর্যালোচনা.... মূল্যায়নক্রমে... ' ইত্যাদি কথা এবং বিভিন্ন সূত্রের খবরে রহস্যের জট খুলছে না। আসলে 'টাকা দেবে গৌরীসেনে'র অভাবের চেয়ে এর পেছনে মানসিক দৈন্য ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই দায়ী। যখন সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারি পেশাজীবী বেতনস্কেল নিয়ে আন্দোলন-আলোচনায় সোচ্চার তখন আশা ছিল এমপিওভুক্তদেরও বেতনস্কেলে পূর্বাপর অনুসৃত স্বয়ংক্রিয় নিয়মে নিঃশর্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সরকারি-বেসরকারি সবাই একই দিনে একই নিয়মে সুবিধাটি পাবেন। কাজেই 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়' সরকারি কোষাগারে জমা করবার ভাবনায় বেতনস্কেলে অন্তর্ভুক্তি বিলম্বিত করা অমানবিক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের পরেও জিজ্ঞাসা থাকে : কবে এমপিওভুক্তগণ বকেয়াসহ নতুন স্কেল পাবেন ? শর্ত আদৌ থাকল কি ? তাঁদের অপেক্ষা কি দীর্ঘতর হবে ? শর্তসাপেক্ষেই কি পাবেন ? প্রজ্ঞাপনের 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ' কি অবিলম্বে কার্যকর নয় ? ডিসেম্বরের বেতনের সঙ্গেই যদি বকেয়াসহ বেতনস্কেল কার্যকর না হয় তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনটি কি কেবল সান্ত্বনা ও হতাশা লাঘবের বটিকা এবং এমপিওভুক্তদের সোচ্চার ভূমিকা উপশমের দাওয়াই ?

পরিশেষে কামনা, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়-দায়' সবই সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এমপিওভুক্তদের বেতনস্কেল প্রাপ্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ,
বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ,
কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ, কাপাসিয়া,
গাজীপুর ১৭৩০